চিকিৎসা পরবর্তি সেবা ও পরিচর্যা

মাদক নির্ভরশীলতা একটি জটিল, পুন:আসক্তি মূলক মস্তিস্কের রোগ বা *A chronic, relapsing brain disease* হিসেবে বিশ্বে পরিচিত এবং এটিকে স্বাভাবিক একটি প্রক্রিয়া হিসেবে ধরা হয়। আর মহিলা মাদক নির্ভরশীলরা চিকিৎসা পরবর্তি সময়ে পুরুষদের তুলনায় আরো বেশী কঠোর চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় যা তাদের জন্য পুন:আসক্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টির পরিবেশ তৈরি করে। যার জন্য মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসা কেন্দ্রের সেবা গ্রহনের পাশাপাশি চিকিৎসা পরবর্তি সময়ে চিকিৎসা কেন্দ্রের সাথে যোগাযোগ রক্ষা ও প্রয়োজনীয় সেবা গ্রহণ অত্যন্ত জরুরী। চিকিৎসা পরবর্তি সেবা হিসেবে রোগীরা এন এ মিটিং, কাউন্সিলিং এবং প্রতিষ্ঠান আয়োজিত বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। চিকিৎসা পরবর্তি রোগী ও রোগীর অবিভাবকরা মিশন আয়োজিত বিভিন্ন সেবা মূলক কাজে বা অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহনের সুযোগ পায়।

পারিবারিক ও ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হয়

নিরাপদ পরিবেশ

কেন্দ্রটির নিরাপত্তা ব্যবস্থা ২৪ ঘন্টা সিসি ক্যামেরা দ্বারা স্টাফরা পর্যবেক্ষণ করেন। কেন্দ্রের পরিবেশ সম্পূর্ন নিরাপদ এবং নারী স্টাফ দ্বারা রোগীদের সেবা প্রদান করা হয়।

এই কেন্দ্রে রোগীকে কোন প্রকার শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হয় না।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সম্পৃক্ততা

বর্তমানে এ প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বিত ভাবে কাজ করছে। এরই মধ্যে আমিক অস্ট্রিয়াভিত্তিক 'ভিয়েনা এজিও কমিটি অন নারকোটিক্স ড্রাগ' সুইডেনভিত্তিক 'ওয়াল্ড ফেডারেশন এগেইনেস্ট ড্রাগ' ইত্যাদি সংস্থা সমূহের সদস্যপদ পেয়েছে। এছাড়া মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কলম্বো প্লান ও জাতিসংঘের মাদক বিরোধী কার্যক্রম জাতি সংঘের মাদক ও অপরাধ বিষয়ক অফিস (ইউএনওডিসি), সেভ দ্য চিলড্রেন, আমেরিকান সংস্থা (ইউএসএআইডি) এর সাথে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে এবং জার্মান সংস্থা জিআইজেড-র সহায়তায় কারা অধিদপ্তর ও ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন যৌথভাবে দেশের বিভিন্ন কারাগারে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা, কাউন্সেলিং ও পুনর্বাসনে কাজ করছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Vienna NGO Committee On Drugs

WORLD FEDERATION AGAINST DRUGS

ধূমপানমুক্ত কেন্দ্র

মিশনের বিভিন্ন কর্মসূচির মধ্যে ধূমপান ও তামাক বিরোধী কার্যক্রম অন্যতম। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মিশন তামাক বিরোধী কার্যক্রমে সম্পৃক্ত। বিভিন্ন গবেষনায় দেখা যায় তামাক ও ধূমপান মারাত্মক আসক্তিকারক এবং মাদকাসক্তির প্রথম ধাপ। এজন্য মিশন চিকিৎসা কেন্দ্রকে সম্পূর্ন ধূমপান মুক্ত পরিবেশ বজায় রাখে। এয়াড়া গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী সকল চিকিৎসা কেন্দ্রে ধূমপানমুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। দেশের অনেক কেন্দ্র ভ্রান্ত ধারনার প্রেক্ষিতে ও রোগীদের দাবির প্রেক্ষিতে ধূমপানের সুযোগ দিয়ে থাকে কিন্তু মিশন পরিচালিত কেন্দ্রে রোগীদেরকে ধূমপানের কোন সুযোগ প্রদান করা হয় না। পারিবারিক ও ব্যক্তিগত তথ্য গোপন রাখা হয়

মনোযত্ন কেন্দ্র (আউটডোর কাউন্সিলিং সেন্টার)

আবাসিক চিকিৎসার পাশাপাশি মিশন পরিচালিত মনোযত্ন কেন্দ্র থেকে বহির্বিভাগে রোগী ও পরিবারের সদস্যরা কাউন্সিলিং, মনোচিকিৎসক এর কাছ থেকে পরামর্শসহ সকল প্রকার মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণ করতে পারে।

মাদকাসক্তদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে নিয়োজিত পেশাজীবিদের (চিকিৎসক, কাউন্সেলর, ম্যানেজার ও চিকিৎসার সাথে যারা সংশ্লিষ্ট স্টাফ) দক্ষতা বৃদ্ধি জন্য ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন দ্যা কলম্বো প্লানের **International Center for Credentialing and Education of Addiction Professionals (ICCE)** কর্তৃক বাংলাদেশে একমাত্র **Approved Education Provider** হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করছে।

আমাদের বিশেষত্ব:

* সম্পূর্ণ নারী কর্মী দ্বারা পরিচালিত
* নিজেস্ব গাইনী চিকিৎসক
* নিজেস্ব পুষ্টিবিদ
* নিজেস্ব অ্যাম্বুলেন্স সেবা
* নিজেস্ব প্যাথলজি
* নিয়মিত শরীরচর্চার ব্যাবস্থা

ঢাকা (নারী কেন্দ্র) এবং মনোযত্ন কাউন্সেলিং কেন্দ্র

বাড়ি-১৫২/ক, ব্লক-ক, পিসিকালচার হাউজিং সোসাইটি শ্যামলী
ঢাকা - ১২০৭ (আশা ইউনিভার্সিটির পিছনে)
মোবাইল: ০১৭৪৮-৪৭৫৫২৩, ০১৭৭৭-৭৫৩১৪৩
58151114 amic.fdtc@gmail.com
www.amdtc.org.bd; www.amic.org.bd
https://www.facebook.com/AMFDTC/
+8801777-753143

আহ্ছানিয়া মিশন

নারী মাদকাসক্তি

চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রথম নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা কেন্দ্র (লাইসেন্স নং ঃ- ৯৪)

ভূমিকা

নারীদের মাদক ব্যবহার সমস্যা বেশী জটিল কারন পুরুষদের তুলনায় নারীদের নিজেদের মাদক ব্যবহার সমস্যা স্বীকার করার প্রবনতা কম এবং পাশাপাশি নারীদের মাদকাসক্তি চিকিৎসা ব্যবস্থা ও অপ্রতুল।

১৯৯০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঢাকা আহছানিয়া মিশন মাদক বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করে যা আহছানিয়া মিশন মাদকতা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচি (আমিক) নামে পরিচিত। মাদক বিরোধী সচেতনতা বৃদ্ধি মূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি দেশ ও বিদেশের মাদক বিরোধী কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা নিয়ে ২০০৪ সালের মে মাসে ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন মাদক নির্ভরশীল ব্যক্তিদের জন্য চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে পুরুষদের জন্য তিনটি মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র রয়েছে পাশাপাশি মাদকাসক্ত নারীদের চিকিৎসার জন্য ঢাকাতে ২০১৪ সালের এপ্রিল মাস থেকে নারী মাদক চিকিৎসা ও পুর্নবাসন কেন্দ্র কার্যক্রম কার্যক্রম পরিচালনা করছে।এই কেন্দ্রটি উদ্বোধন করেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খান, এমপি।

চিকিৎসার ধরন ও প্রকৃতি

একজন মাদক নির্ভরশীল নারী দৈহিক ও মানসিক ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং দীর্ঘদিন মাদক গ্রহনের কারনে অনেকেরই নৈতিকতা ও মানবিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে থাকে। আমাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে একজন মাদক নির্ভরশীল নারীর দৈহিক চিকিৎসার পাশাপাশি আচরন পরিবর্তন, নৈতিক গুণাবলী শিক্ষা প্রদান এবং এমনভাবে সুস্থ করে তোলা যাতে সে জীবনের সাধারন সমস্যার মোকাবেলা করতে সক্ষম হয়।

বিভিন্ন গবেষনায় দেখা গেছে শুধু ঔষধ নির্ভর চিকিৎসা ব্যবস্থা মাদক নির্ভরশীলদের মাদক মুক্ত রাখতে সামান্য ভূমিকা রাখে। একজন মাদক নির্ভরশীল নারী মাদক গ্রহণ করার সময় তার আচার আচরন ও চিন্তা চেতনার পরিবর্তন ঘটে বিধায় তাকে মাদকমুক্ত থাকতে হলে আচরন ও চিন্তা চেতনার পরিবর্তন প্রয়োজন। আচরন পরিবর্তন একটি কষ্টসাধ্য বিষয় হলেও মাদকমুক্ত থাকার সাথে আচরন পরিবর্তন গভীর ভাবে জড়িত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এজন্য দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা কেন্দ্রে গুলোর আচরন পরিবর্তনকে গুরত্বের সাথে মাদক চিকিৎসার সাথে সম্পৃক্ত করেছে। মিশন পরিচালিত কেন্দ্রে আচরন পরিবর্তনের পাশাপাশি রোগীর প্রয়োজন অনুসারে ঔষধ প্রদান করা হয়। দক্ষ মেডিকেল অফিসারের পাশাপাশি একজন মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের অধিনে রোগীদের চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

চিকিৎসা মেয়াদ

আহছানিয়া মিশনের নারী মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্রে নারীদের সামাজিক ও পারিবারিক প্রেক্ষাপটের বিষয় চিন্তা করে ১ মাস,২ মাস এবং ৩ মাস এই ৩টি মেয়াদে চিকিৎসা নেয়ার সুযোগ রয়েছে। তবে নির্দিষ্ট চিকিৎসা মেয়াদ সম্পূর্ন পূর্ণ হওয়ার পরে যদি রোগী ও পরিবার প্রয়োজন বোধ করে তবে অতিরিক্ত সময়ের জন্য থাকতে পারবে। অনেক মাদকনির্ভরশীল নারীর মাদক গ্রহণের কারনে মানসিক সমস্য দেখা দেয় বিধায় তাদের মাদক ও মানসিক চিকিৎসা দুটোই গ্রহন করতে হয়। বিধায় এই সমস্ত রোগীদের ক্ষেত্রে মেয়াদ আরো দীর্ঘমেয়াদী হতে পারে।

কাউন্সেলিং:

রোগীরা জীবনের ভূলত্রুটি গুলো কাটিয়ে উঠার জন্য, সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহন, পরিবারের সদস্যদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও ব্যক্তিগত মানসিক উৎকর্ষতা সাধনের লক্ষে প্রশিক্ষন প্রাপ্ত দক্ষ পিয়ার কাউন্সেলর ও ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্টরা দলগত কাউন্সেলিং এবং একক কাউন্সেলিং করে থাকেন।

মনে-সামাজিক শিক্ষা

রোগীদের আচরন পরিবর্তন ও সমস্যা মোকাবেলার জন্য তাদের সাথে বিভিন্ন ধরনের সেশন পরিচালনা করা হয় যেমন - জীবন দক্ষতা , মাদকমুক্ত থাকার উপায়, মাদক থেকে সৃষ্ট বিভিন্ন রোগ যেমন এইচ আই ভি/এইডস্, জন্ডিস, যৌনরোগ, যক্ষা, মনো-সামাজিক শিক্ষা, নৈতিক শিক্ষা ইত্যাদি। এছাড়াও দলগত আলোচনা, মেডিটেশন (কোয়াইট টাইম), ডেইলি ইনভেনটরি, নাইট শিয়ারিং, ওয়েক-আপ সেশন, খেলাধুলা, ব্যায়াম এগুলো নিয়মিত ভাবে করা হয়ে থাকে।

আমাদের চিকিৎসা পদ্ধতি

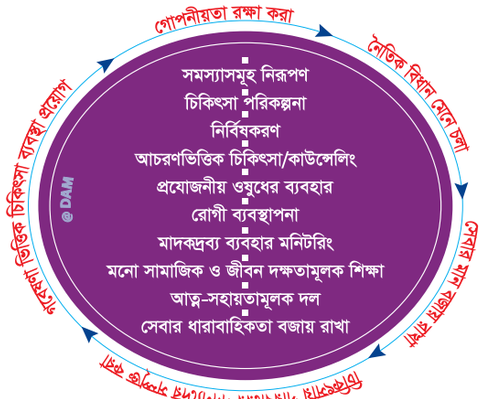

বিনোদনসহ বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবস উদযাপন

রোগীরা প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে খবরের কাগজ পড়া, বই পড়া, টিভি দেখা এবং খেলা-ধুলার সুযোগ পায়। চিকিৎসা কেন্দ্রে ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দিবসে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করে থাকে যেমন - বিভিন্ন ধর্মাবলম্বিদের জন্য ধর্মীয় দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, একুশে ফেব্রুয়ারী, আন্তর্জাতিক নারী দিবস, বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস ও মাদক বিরোধী দিবস, বিশ্ব এইডস্ দিবস ইত্যাদি পালন করা হয়। এছাড়া প্রতি সপ্তাহে ও মাসে সাংস্কৃতিক প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়।

পারিবারিক সভা

আমরা মনে করি একজন মাদক নির্ভরশীল নারীর পরিবার বিভিন্ন দিক থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় বাংলাদেশের সমাজ ব্যবস্থায় যেমন: পরিবারের কলংক হিসেবে দেখা, সামাজিক বৈষম্য, সিদ্ধান্তহীনতা, রোগীকে নিয়ন্ত্রণ এবং সঠিক ভাবে পরিচালনার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলা, অনেক পরিবারে রোগীকে কেন্দ্র করে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি, এমনকি বৈবাহিক বিচ্ছেদ ঘটে। এক্ষেত্রে রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের সচেতন করা, দক্ষতা বৃদ্ধি এবং মানসিক ভাবে সহযোগিতা করার জন্য পারিবারিক সভার আয়োজন করা হয়। মাদক নির্ভরশীলদের চিকিৎসার জন্য এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। পারিবারিক কাউন্সেলিং এবং সভাগুলোতে অংশগ্রহণ পরিবারের সদস্যদের জন্য অত্যন্ত জরুরী বিষয়।

প্রতিদিনের কর্মসূচি

ভর্তির প্রথম ১৫ দিন রোগীর শারিরীক চিকিৎসার জন্য একজন মেডিকেল অফিসারের তত্বাবধায়নে প্রয়োজনীয় পরীক্ষার পরে শারিরীক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। প্রয়োজন বোধে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবেক প্যাথলজিক্যাল পরীক্ষা করা হয়। প্রথম ১৫ দিন অতিবাহিত হওয়ার পর শারিরীক অবস্থার উন্নতি হলে রোগীদের বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা হয়। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত রোগীকে রুটিন মাফিক পরিচালনা করা হয়।

অনলাইন সেবা নিতে ও আমাদের সাথে যোগাযোগরক্ষার জন্য DAM Health App প্লে-স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন।